ভোরের কাগজ

তারিখ 25 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

অভিমত

অথ আচরণবিধি

আবু তাহের মজুমদার

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টি নিয়ে হৈচৈ পড়ে যায়। কিন্তু এধরনের পরিচিতি কখনো কারো কাম্য ছিল না এবং এখনো নেই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দিয়ে ধর্ষণজনিত কিছু ঘটনার জন্য ঝড় বয়ে গেছে। পরিচিতির উৎস এই ঝড়। এই পরিচিতি তাই শুধু অনভিপ্রেতই নয়, নিন্দনীয়ও বটে। একটি পরিশীলিত এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার সর্বাত্মক কর্তৃপক্ষীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দুর্ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। কর্তৃপক্ষ সুন্দর পরিবেশটি শুধু পুনরুদ্ধারই করেননি, বরং পরিবেশ আরো উন্নত করার প্রচেষ্টায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পরিবেশ উন্নতকরণের পদক্ষেপগুলো ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার পদক্ষেপ অব্যাহতভাবে নেওয়া হচ্ছে। তবে অনেকের ধারণা, যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সময়োচিত হলেও মোটেও পর্যাপ্ত নয়। অপরাধের ব্যাপকতা এবং শাস্তির পরিমাণ সামঞ্জস্যহীন। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার এ কথাটি উচ্চারিত হয়েছে। একটি নিষ্কলুষ পরিবেশের স্বার্থে এটাই স্বাভাবিক। মোটামুটি কখন থেকে পরিবেশে পচন ধরেছে, 'প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে' কতোদিন ধরে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কেঁদেছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সুমনা ছাত্রছাত্রীদের দুর্বার আন্দোলনে যেটুকু সুফল অর্জিত হয়েছে তা কতোকাল স্থায়ী হবে সে সন্দেহের অবশ্য পুরোপুরি অবসান হয়নি। আপাতত পরিস্থিতি শান্ত এবং সুন্দর। আন্দোলনও শেষ, পদক্ষেপ নেওয়াও শেষ। কিন্তু সমস্যা কি শেষ হয়েছে? এ সমস্যা তো এখন, বলতে গেলে সারাদেশেই সংক্রামক ব্যাধির মতো বিরাজ করছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটেছে সে ব্যাপারে উপাচার্য ড. আলাউদ্দীন আহমেদ সুচিন্তিত এবং সময়োচিত বক্তব্য রেখেছেন। ঘটনার অনেক কারণ চিহ্নিত করে তিনি তুলে ধরেছেন।

তার বক্তব্য থেকে যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, সুন্দর পরিবেশের জন্য সবারই আচরণবিধি মেনে চলা উচিত। আচরণবিধি না মানার জন্যই পরিবেশ কলুষিত হয় এবং অনভিপ্রেত দুর্ঘটনা ঘটে। বিভিন্ন সময়ে তিনি আচরণবিধির পক্ষে জোরালো মনোভাব ব্যক্ত করেছেন যাতে তার আন্তরিক সদিচ্ছা উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আচরণবিধি কি রকম ন্যাক্কারজনকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা অতি সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। 'ভোরের কাগজে' এতদসম্পর্কিত খবরের শিরোনাম নিম্নরূপ : 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি : ছাত্রী লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটলেও শিক্ষকরা অভিযুক্ত হচ্ছেন না।' ফলে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের অশালীন আচরণ ও যৌন নির্যাতনের অভিযোগে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।' যৌন অসদাচরণের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আগে অভিযুক্ত হয়েছে কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র। এখন দেখা যাচ্ছে যে, দেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিযুক্তের কাঠগড়ায়।

এসব ঘটনা দায়িত্ব পালনে আমাদের ব্যাপক ব্যর্থতাকেই বারবার সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে। শিক্ষকরাই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট। পচনের স্থল যদি শিক্ষকরাই হন তাহলে এ ব্যাধি সারবে কিভাবে এবং সারাবেই বা কে? দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সব শিক্ষক অন্তত বেশির ভাগ শিক্ষকই যদি আন্তরিক এবং যথাযথভাবে আচরণবিধি মেনে চলেন, অকৃত্রিম আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা নিয়ে এবং যথাসম্ভব নিবেদিত চিত্ত হয়ে স্বীয় পেশার অঙ্গীকার পালনে ব্রতী হন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় সব ধরনের অনাচার-অবিচার, অন্যায়, ধর্ষণের মতো অপরাধ ইত্যাদির শতকরা ৯৫ ভাগ সম্ভাবনা দূরীভূত হবে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য নয় শিক্ষকদের অবহেলার কারণেই শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের সব শিক্ষক যদি সঠিকভাবে আচরণবিধি মেনে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন তাহলে ছাত্রছাত্রীদের জীবন শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হবে যে, কোনো ব্যাপারে কোনোরকম অসংযম প্রকাশের সুযোগই তারা পাবে না। তারা পাবে না শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুযোগ। সুযোগ পাবে না ভুল রাজনীতি করার। বিপথে যাওয়ারও তেমন সুযোগ পাবে না। সব বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষায়তনই পরিণত হবে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে সারাদেশের ওপর। কালক্রমে সারাদেশ এবং সমগ্র জাতিই হবে সার্বিকভাবে উপকৃত। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষকরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম হলো কর্তব্যে অবহেলা এবং আচরণবিধির প্রতি অবজ্ঞা। শিক্ষকরা যদি ইচ্ছা করেন তারা ভালো শিক্ষক হবেন, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক হবেন, আন্তরিক সদিচ্ছার সঙ্গে আচরণবিধি মেনে চলবেন এবং স্বীয় কর্তব্য কোনো মতেই অবহেলা করবেন না, তাহলে কে তাদের ঠেকাবে? আসুন না, একবার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সবাই সচেতনভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে আচরণবিধি মেনে চলি এবং দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই, দেখা যাক না অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান হয় কিনা!

শিক্ষকগণ যদি আচরণবিধির পরোয়া না করে স্বীয় ইচ্ছা মতো চলেন, ছাত্রছাত্রীরা তাদের ইচ্ছা মতো চলবে এবং তা শিক্ষায়তন তথা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হবে না। এখনকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবে ভবিষ্যতের নেতানেত্রী। তাদের Code of Conduct-এর দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকগণের। আমাদের জাতীয় দায়িত্ব ভবিষ্যতের কর্ণধারদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

সব শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকরাই নেতৃত্বের আসনে আসীন। নেতৃত্ব যদি দুর্বল হয়, রোগাক্রান্ত হয়, শিক্ষাক্ষেত্র অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং পড়েছেও। যার একটা ন্যাক্কারজনক লক্ষণ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের মতো অপরাধ সংঘটন এবং আর একটি ন্যাক্কারজনক লক্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের ছাত্রীদের সঙ্গে যৌন অসদাচরণ। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই বাইরের কেউ বা অন্য কেউ নেতৃত্ব দেন না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যা ঘটছে তার জন্য বাইরের কাউকে তেমনভাবে দোষারোপ করা যাবে না। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, দলীয় রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনকে দূষিত ও কলুষিত করছে এবং গণতন্ত্রের অপব্যবহার শিক্ষাব্যবস্থাকে করছে ক্ষতিগ্রস্ত। যার ফলে আচরণবিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে বারবার। এখন দেশে যতো রাজনৈতিক দল আছে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে ততো রাজনৈতিক দল আছে এবং শিক্ষকগণ নেতৃস্থানীয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রধানত তারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। দেখা যায় যে, যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন সে সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় শিক্ষকদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেন। ছাত্র নেতারাও হন এ ধরনের পুরস্কারের অংশীদার। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনও এখন রাজনৈতিক লড়াইয়ের এক ধরনের স্নায়ুযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনের সময় এ লড়াই এবং স্নায়ুযুদ্ধ তুঙ্গে ওঠে। দেখা গেছে, নির্বাচনের ফলাফল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপরও ছায়াপাত করছে। এই যদি হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিস্থিতি তাহলে শিক্ষার সুস্থ এবং সুষ্ঠু পরিবেশ কিভাবে বিরাজ করবে? দলীয় রাজনীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের এবং দায়িত্বে অবহেলার জন্য জবাবদিহিতা প্রায় নেই বললেই চলে। দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়া আছে বলেই অনেকে নির্ভয়ে সীমা লঙ্ঘন করেন এবং প্রতিবিধানের প্রশ্ন দেখা দিলে জোরালো দলীয় সমর্থন ও সহায়তা পান, যার ফলে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের দলীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনো অস্তিত্ব নেই। আমাদের আচরণের সীমাবদ্ধতা আমাদের পশ্চাৎপদতার কারণ।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনায় বিভিন্ন মহলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু তেমন প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়নি তা হলো Code of Conduct বা আচরণবিধির অভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো শিক্ষকের ক্ষেত্রে যে ছাত্রীদের সঙ্গে যৌন অসদাচরণের অভিযোগ উঠেছে তাও এই আচরণবিধির অভাবকেই প্রকটিত করে। যথাযথ একটা আচরণবিধি মেনে চললে অনেক সমস্যার উদ্ভবই হবে না। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করেই আচরণবিধি মেনে চলা যায়। বস্তুত ব্যক্তি স্বাধীনতার সঠিক এবং সময়োচিত ব্যবহারের জন্যই আচরণবিধির প্রয়োজন। তা না হলে একজনের ব্যক্তি স্বাধীনতা আরেকজনের ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশের বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্রছাত্রীদের সবারই উচিত হবে একটা স্বীকৃত আচরণবিধি মেনে চলা। ছাত্রীদের যদি একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর হলের বাইরে থাকার ব্যাপারে বিধিনিষেধ থাকে, ছাত্রদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধিনিষেধ থাকবে। তাহলে আর ছাত্রীদের খাঁচাবন্দী করার প্রশ্নটা দেখা দেবে না। এই Code of Conduct থাকতে হবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও। Physician heal thyself. যিনি চিকিৎসা করবেন তিনি অসুস্থ হলে সুচিকিৎসা